মেহেরপুরে ১ দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকদের মানববন্ধন

১০ম গ্রেড আমাদের দাবি নয় আমাদের অধিকার ১২ তম গ্রেড প্রবাস্তবানা প্রত্যাখ্যান করে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেট বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুর আয়োজিত আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুরের প্রাথমিক টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এর সামনে এ অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেট বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুরের আহ্বায়ক শেখ রাসেল, সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু ও মোঃ আক্তারুজ্জামান হীরা।

এসময় বক্তারা বলেন, সমযোগ্যতায় বিভিন্ন পদে দশম গ্রেড হলে আমাদের জন্য কেনো নয়?? তাই আমাদের দাবী গুলো মেনে নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

১.যোগ্যতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে দশম গ্রেড দিতে হবে ২. শতভাগ পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে ৩. টাইম স্কেল পুনর্বহাল করতে হবে
৪. পিটিআই ও ইউ আরসির ইন্সট্রাক্টর সহ বিভিন্ন পদে বিভাগীয় প্রার্থীর সুযোগ দিতে হবে ৫. সময়সূচি ১০ টা থেকে ৩:০০ টা করতে হবে (কোমলমতি শিশুদের কথা বিবেচনা করে) ৬. টিফিন ভাতা (মাসিক মাত্র ২০০/-) বৃদ্ধি করতে হবে ৭. সরকারের প্রস্তাবিত সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ চাইনা ৮. প্রস্তাবিত ১২ তম গ্রেড ঘৃণা ভরে প্রত্যাক্ষাণ করছি।

এছাড়াও তারা বলেন, ন্যায্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিক এর সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড বাস্তবায়নের জন্য বৈষম্য বিরোধী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানউপদেষ্টার কাছে আমাদের প্রাণের দাবী বাস্তবায়নের জন্য সদয় অনুগ্রহ কামনা করছি।

এসময় সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: নাজমুল হক লিটন, সহকারী শিক্ষক আহসান হাবীব, সহকারী শিক্ষক

আফরোজা আক্তার, সহকারী শিক্ষক সুমাইয়া লাবনী, সহকারী শিক্ষক মীর সাদিক ইসলাম, সহকারী শিক্ষক নাজমুল হক লিটন, সহকারী শিক্ষক আশাদুল, সহকারী শিক্ষক আজাহার, সহকারী শিক্ষক মেহেদী, সহকারী শিক্ষক রুনা লায়লা, সহকারী শিক্ষক মাহাবুব সহকারী শিক্ষক রোকিবুজ্জামান রাজন, সহকারী শিক্ষক শিফলু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে শতবর্ষী দম্পতির মানবেতর জীবন

বাসিপচা তরকারি আর ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। জমিজমা যা ছিল জোর করে সব লিখে নিয়েছে ছেলে-মেয়েরা। আমরা নাকি আবর্জনা হয়ে গেছি তাই বাড়ি থেকেও বের করে দিয়েছে ছেলেরা। বড় মেয়ের ভাগের একটা বাশ বাগানে কিছু পুরোনো টিনের ছাউনিতে কোন মতে ঠাই হয়েছে। বিদ্যুতের আলো কি তা চোখে দেখেনি প্রায় দশ বছর। মাস খানেক হলো প্রতিবেশিরা একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মাঝে মধ্যে মেয়েরা এসে কিছু চাল ডাল দিয়ে যায়, সেগুলো প্রতিবেশির হাড়িতে দিয়ে আসি তারা রান্না করে দিলে খাই। যেদিন রান্নার সুযোগ হয়না সেদিন না খেয়েই দিন পার করে দিই। সর্বশেষ কবে একটু পেটপুরে ভালো কিছু খেতে পেরেছি মনে পড়েনা। গত পরশুদিনও ছেলের বউরা এসে পচা মাছ আর কচু সাথে বাসি ভাত দিয়ে গেছে সেগুলো দুজনে মিলে দুবেলা খেয়েছি। এভাবেই চোখের পানি ছেড়ে দুঃখের কথা গুলো বলছিলেন ৯৫ বছর বয়সি করিমন নেছা। কথা গুলো শুনে হু হু করে কেদে উঠলেন পাশে বসা করিমন নেছার স্বামী ১০৮ বছর বয়সি রহমতুল্লাহ শেখ।

মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের দক্ষিনপাড়ার একটি পরিত্যক্ত বাশ বাগানে বসবাস করে শতবর্ষী এই দম্পতি। দাম্পতিক জীবনে তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম দিলেও ঠাই হয়নি তাদের কাছে। বয়সের ভারে নুয়েপড়া, চলাচলে অক্ষম এই দম্পতির শরীরে বাসা বেধেছে নানা রোগ বালাই। ওষুধপত্র তো দুরের কথা খোজ নেওয়ারও যেন কেউ নেই।

রহমতুল্লাহ দম্পতির বাসস্থানে গিয়ে দেখা যায় মাটির মেঝেতে পাটি

পেড়ে করিমন নেছা টিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে আর রহমুল্লাহ শেখ একটি পুরোনো বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। পরে এই প্রতিবেদক সহ কয়েকজন মিলে বাইরে এনে চেয়ারে বসানো হলো রহমতুল্লাকে। জানতে চাওয়া হলো তাদের এই হাল কেন। প্রথমে ভাবছিলেন তাদের ছেলেরা হয়তো এসেছে, তাই তিনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন না ভয়ে। চোখে কম দেখতে পাওয়া রহমতুল্লাহ বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন ছেলেরা নেই তো। তারা থাকলে তো আমাদের মেরেই ফেলবে। মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে অনেক আগেই জমিজমা সব লিখে নিয়ে আমাদের এখানে ফেলে গেছে। তাদের নামে কিছু বললে হয়তো তারা এবার আমাদের মেরেই ফেলেবে। কাদো কাদো সুরে অস্পষ্ট ভাষায় রহমতুল্লাহ আরও বলেন, আমাদের আর কোন আশা ভরসা নেই। এখন শুধু মরার অপেক্ষা করছি বাপ। আমাদের জন্য দুয়া করো।

প্রতিবেশিরা জানান, তাদের এই জীবনে ছেলে-মেয়ে থেকেও নেই। আমরা যত টুকু পারি তাদের দেখি। আমাদের কাছে মাঝে মাঝে রান্নার জন্য চাল দেয়। তা রান্না করে দিই। পাশাপাশি আমরা নিজেরাও খাবার দাবার দিই।

এব্যাপারে ছেলেদের সাথে যোগযোগ করা হলে কেউ কিছু বলতে রাজি হয়নি। তবে বড় ছেলে আজিল শেখের স্ত্রী বলেন, আমরাই তো দেখাশুনা করি। তাছাড়া আবার কে করে।

শতবর্ষী এই দম্পতির মানবেতর জীবন-যাপন করার ব্যাপারে জানেত চাইলে স্থানীয় ইউপি সদস্য ডালিম হোসেন জানান, রহমতুল্লার বয়ষ্ক ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সেটা দিয়ে কোন মতে চলে। তাছাড়া পাড়া প্রতিবেশি ও আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের ওষুধপত্র কেনার ব্যবস্থা করি। এছাড়াতো আমারও কিছু করার নেই।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম জানান, এরকম দম্পতির ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন তথ্য ছিলনা। আপনাদের মাধ্যমে জানলাম। উপজেলা প্রশাসন থেকে যতটুকু সম্ভব আমি তাদের জন্য ভালো কিছু ব্যবস্থা করব।

মুজিবনগরে সহযোগী স্কুল

শিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষণ

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে, সহযোগী স্কুল শিক্ষকদের সাথে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস হলরুমে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার সুব্রত টুডুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, মুজিবনগর সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম।

মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র অফিসার প্রোগ্রাম রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায়, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ১৫ জন সহকারী শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গত দুইদিনের চিটপিটে গরমে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। শহরের পাশাপাশি গ্রামে যারা বসবাস করেন তারা আশ্বিনে মাসেও গরমে হাঁসফাঁস করছেন। তাপমাত্রা পরিমাপ স্কেলে দেখা যায় শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর দুইটা পর্যন্ত মেহেরপুরের তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিসের কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম জানান, আজ শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল নয়টার সময় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বেলা ১২ টার সময় রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও বাতাসের আদ্রতা ৬৬ শতাংশ। তিনি আরো বলেন, আগামী ২২ তারিখে সাগরে নিম্নচাপ তৈরী হতে পারে। ফলে ২৩ অথবা ২৪ তারিখের দিকে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা সকলের। মানুষ থেকে পশু পাখি সকলেই গরমে অতিষ্ঠ।

গাংনী উপজেলা শহরে এলাকায় দেখা যায়, কিছু মানুষ গাছের নিচে বসে আছে। তারা জানান তীব্র গরমে ঘরে থাকা যায় না তাই একটু শান্তির আশায় এখানে অবস্থান করছি।

ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে গিয়ে দেখা যায়, ছোট বড় সব বয়সের মানুষেরা সারি সারি গাছের ছায়ায় বসে আছে। অনেকে তীব্র গরমে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য লেবুর শরবত, আখের শরবত ও ডাবের পানি পান করছে।
এদিকে তীব্র গরমের সাথে যুক্ত হয়েছে ঘন ঘন লোডশেডিং। দিন রাত মিলে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা লোডশেডিং হচ্ছে। এতে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন শিশু ও বয়স্করা।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের কোলারমোড় এলাকার আব্দুস সামাদ বলেন, রাত দুইটার পরেও লোডশেডিং হয়। ভ্যাপসা গরমে নির্ঘুম রাত কাটাতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. আব্দুল্লাহ মারুফ জানান, গরমের কারণে বর্তমানে রোগীরা জ্বর, শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে এদের অধিকাংশই শিশু ও বয়স্ক। তাই বয়স্ক ও শিশুদের দুপুরে রোদের মধ্যে বাইরে বের হওয়া যাবে না এবং বেশি করে পানি পান করতে হবে।

মেহেরপুরে লেদ মেশিন কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ক্ষতি ৩০ লাখ টাকা

মেহেরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে লেদ মেশিনের একটি কারখানা। এতে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে ওই লেদ মেশিনের মালিকের। এসময় একটি ট্রাক্টর পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

কারখানা মালিক সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সানোয়ার হোসেন জানান, বামনপাড়ার মোড়ে আমার লেদ মেশিনের কারখানা। প্রতিদিনের মতো কাজ সেরে বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি চলে যাই।

সকাল নয়টার দিকে হঠাৎ করে সেখানে আগুন লাগে। আগুনে লেদ মেশিনের ভিতর রাখা একটি ট্রাক্টরসহ অন্যান্য জিনিস পুড়ে যায়। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে লেদ মালিক সানোয়ার জানান।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা জানান, গ্যাসের কোন লিকেজ অথবা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। তারা জানান,লেদ মেশিনের কারখানায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখার কথা থাকলেও বারবার বলা সত্ত্বেও এখানে অগ্নি নির্বাপনে কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম হতো বলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানান।

“দেড় ডর্জন মাদক মামলার আসামিসহ আটক ২, ফেনসিডিল উদ্ধার”

মেহেরপুরে গাংনীতে যৌথবাহিনীর অভিযানে দেড় ডর্জন মাদক মামলার আসামি আবুল কালামসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক ও ১০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালান যৌথবাহিনির একটি টিম।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট আবীর হোসেন ও মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেমসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেম সাংবাদিকদের এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের অলিনগরপাড়ার সুলতান মাহমুদের ছেলে ২০ টি মাদক মামলার আসামি এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী আবুল কালাম আজাদ (৪০) ও সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামের নওয়াব আলীর ছেলে একাধিক মাদক মামলার আসামি এরশাদ আলী (৩০)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই আবুল হাসেম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে যৌথবাহিনীর সহযোগিতায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম সকাল ৮ টার দিকে তেরাইল গ্রামের বাগানপাড়া এলাকায় অবস্থান নিই। এসময় সীমান্তবর্তি সহড়াতলা এলাকা থেকে একটি সিএনজি তেরাইল গ্রামের দিকে আসছিলো আমাদের অবস্থান টের পেয়ে সিএনজি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো সিএনজিটি।
পরে যৌথবাহিনীর টিম ওই সিএনজির গতিরোধ করলে সিএনজির চালক পালিয়ে যায়।

এসময় সিএনজি থেকে ১০০ বোতল নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেনসিডিলসহ এরশাদ আলীকে আটক করেন। পরে এরশাদ আলীর দেওয়া তথ্য মতে, তেরাইল গ্রামের

অলিনগরপাড়ায় মাদক ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আবুল কালাম আজাদকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক বিক্রির আভিযোগ প্রায় ২০ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাকে, গাংনী থানা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি, র্যাব, সেনবাহিনীর টিম তার বাড়িতে একাধিকবার অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল, গাঁজাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। এসময় র্যাব অভিযান চালিয়ে তার কাছ থেকে নাইম এমএম পিস্তল গুলি উদ্ধার করেছে। সে বছরে নয় মাস বিভিন্ন মামলায় কারাগারে অবস্থান করেন। জেলখানা থেকে বের হয়েই আবার মাদকান্ডে জড়িয়ে পড়েন।

এছাড়া অপর আসামি এরশাদ আলীও একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। আজ আসামিদের গাংনী থানায় প্রেরণ করা হবে এবং মামলার কাজ প্রক্রিয়াধীন ও জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের সুপারিশেই মাদার গ্রেফতার হয়নি

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশ থাকায় অনলাইন জুয়ার গডফাদার মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টারকে পুলিশ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গ্রেফতার করতে পারেনি। ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন সরাসরি অনলইন জুয়াড়ীদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিতেন বলে তিনি অনেককেই গ্রেফতার থেকে বাঁচিয়েছেন। তার অন্যতম মাদার আলী। মেহেরপুর প্রতিদিনে তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সময় তাকে শোকজ করেছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি বীরদর্পে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন।

এনিয়ে ওই সময় পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করলেও তা মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন অনেক কর্মকর্তা। পুলিশের এক কর্মকর্তা অনলাইন জুয়ার দুর্গে অভিযান চালানোর ওই সময় মেহেরপুর প্রতিদিনকে এমনটি জানিয়েছিলেন। জেলা পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন সাবেক

জনপ্রশাসন মন্ত্রী সরাসরি পুলিশ সুপারকে ফোন করে মাদার মাস্টারকে গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণে পুলিশের কাছে দেওয়া অনলাইন জুয়ার এজেন্টের জবানবন্দীতে মাদার মাস্টারের নাম থাকলেও পরে সে নাম কেটে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে তিনি আরও বলেছিলেন, মাদার আলী মহাজনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমাম হোসেন মিলু মুলত অনলাইন জুয়ার মূল পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের ডান হাত। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে মাদার আলী মিলুকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগীতা করতেন। সবসময় মিলুর পাশাপাশি থাকতেন। এরকম বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হতেও দেখা গেছে। এমনকি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পাশে দাড়িয়েও অনেক ছবি তাকে ফেসবুকে দিতে দেখা গিয়েছে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মাদার আলীকে পুলিশ গ্রেফতার না করলেও তার ছেলে দেশের অনলাইন জুয়ার সেকেন্ড ম্যান খ্যাত মোস্তাক নাহিদ অনিককে দুই সহযোগীসহ পুলিশ ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আটক করে।

অনিককে আটকের পর পুলিশ জানিয়েছিল, অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক্স বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বও মেহেরপুর প্রতিদিন ‘মাদার-নুরুল-জামান-মুকুল অনলাইন জুয়ার গডফাদার’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদের পরপরই মাদার আলী মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে ছুটে আসেন। প্রথমদিকে অনলাইন জুয়ার কথা অস্বীকার করলেও এক পর্যায়ে স্বীকার করেন তিনি অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন।

কে এই মাদার আলী
মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডান হাত মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন মাদার আলী। ছোট একটা চাকরি করলেও কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে তার ছেলে পুলিশের কাছে আটক হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

দুই বছর আগে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের মধ্যে ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পুলিশ গ্রেফতার করলেও এই চারজনের কাউকেই এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি।

তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো মাদার আলীর বিরুদ্ধে। তৎকালীন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তার বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছিলেন।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলমের সাথে সম্প্রতি যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের ব্যাপারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তাদের তথ্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে। যে কোন সময় তাদের গ্রেফতার চালানো হবে।

[redacted]

[redacted]

মো. সাহাব উদ্দীনকে ২০১৪ সাল ২ লাখ টাকার বিনিময় নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক আরও টাকা দাবি করে না পেয়ে ২০১৫ সালে মিথ্যা অযুহাত দেখিয় সাহাব উদ্দীনকে অবৈধভাবে বরখাস্তÍ করেন। পরে একই পদে কিরণ নামের একজনকে অফিস সহকারী পদে নিয়োগ দিয়ে ১০ লাখ টাকা বাণিজ্য করেন। অফিসিয়াল আইন কানুন তোয়াক্কা না করে নিজ ক্ষমতা দেখিয়ে একাধিকবার কারন দর্শানো নোটিশ দিয়ে এক পর্যায় ২০২৩ সালে তাকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দেন।

প্রধান শিক্ষকর দুর্নীতি তুলে ধরতে বিদ্যালয়র সাবেক সভাপতি ওবায়দুল হক দুলাল (দায়িত্বকাল ২০১২-২০১৬ ইং) জানান, আমি সভাপতি থাকা কালীন সময় কোনরকম দুর্নীতি করত পারেনি। পরবর্তীতে আমার স্বাক্ষর জাল কর ব্যাক ডেটে কয়েক জন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে প্রধান শিক্ষক মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তিনি জানান, প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম একজন সুদব্যবসায়ী। তার পরিবারের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ।

বিদ্যালয় সরেজমিনে অফিসারদের তদন্ত করার সময় গ্রামর ওয়ার্ড বিএনপির নতা ওবায়দুল হক দুলাল, শাহজাহান আলী, সাবেক মেম্বর জাকির হোসন, সাবেক মেম্বর মিজানুর রহমান, বিএনপি নেতা আবাস আলী, যুবদল নেতা সিদ্দিকুর রহমান, রিংকু উপস্থিত ছিলেন।

উপজলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানা গেছে, গ্রামবাসীর আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত শিক্ষক সামসুল হকক সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীত সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষ তার বিরুদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগর শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে আদর্শ

মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন ও সচেতন মুল্যক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিশু অধিকার বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

গুডনেবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র অফিসার(প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর সালাম ও সহকারী প্রধান শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম।

আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি আজিজুল হক কমিটির ঘোষণা করেন।